নং শা-প্রজেই-৪/জেপ-৬১/৮৮(অংশ)/১১৩১/১(৪), তারিখ, ১৫ই কার্তিক, ১৩৯৬/৩০শে অক্টোবর, ১৯৮৯

অনুলিপিঃ

(১) বিভাগীয় কমিশনার, ----------বিভাগকে সদয় অবগতি ও সাবেক বৃহত্তর জেলা পরিষদের কোন কোন জেলা পরিষদে কোন কোন পদে উদ্বৃত্ত কর্মচারী রহিয়াছে এবং তাহাদেরকে তাঁহার বিভাগাধীন কোন কোন জেলা পরিষদে আত্মীকরণ করা যায় তদ্‌বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

মোঃ হাফিজউদ্দিন খান
যুগ্ম-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

নং শা-প্রজেই-৪/জেপ-২৩/৮৮/৮৫৬(৬১), তারিখ, ২০শে ভাদ্র, ১৩৯৬/৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯

নির্দেশিকা

বিষয় ঃ জেলা পরিষদের সম্পত্তি ইজারা দেওয়া ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত।

জেলা পরিষদের সম্পত্তি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ও জনস্বার্থে জেলা পরিষদের সম্পত্তির ইজারা প্রদানের সময় নিম্নবর্ণিত সরকারী নির্দেশ অনুসরণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে ঃ

(১) জেলা পরিষদের কোন জমি দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা প্রদান করা যাইবে না। তবে বর্তমানে অব্যবহৃত জমি সম্পূর্ণ সাময়িকভাবে অর্থাৎ অনুর্ধ ১ বৎসরের জন্য ভাড়া গ্রহণের বিনিময়ে ইজারা দেওয়া যাইবে। এইরূপ ইজারা প্রদানকৃত জমিতে কোন প্রকার পাকা বা স্থায়ী কাঠামো (পারমানেন্ট ষ্ট্রাকচার) নির্মাণ করা যাইবে না এবং প্রতি বৎসর লীজ প্রদান/নবায়ন করার পূর্বে কোন কর্মকর্তা দ্বারা ঐ জমি সরজমিনে পরিদর্শন করিয়া তাহার অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) জেলা পরিষদের কোন সম্পত্তি (জমি, খেয়াঘাট, ফেরী, টোলবার, পুকুর, দীঘি ও অন্যান্য সকল প্রকার সম্পত্তি) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/সদস্যগণের নিজ নামে কিংবা আত্মীয় পরিজনের নামে ইজারা দেওয়া যাইবে না।

(৩) জেলা পরিষদ কর বিধি, ১৯৬০-তে বর্ণিত পদ্ধতি ও বিধান অনুযায়ী জেলা পরিষদের টোলবার ও ফেরীঘাট ইজারা দিতে হইবে।

কাজী সিরাজুল হোসেন
যুগ্ম-সচিব।

চেয়ারম্যান,
---------জেলা পরিষদ।